

Surrender at Dacca: Birth of a Nation

J.F.R. Jacob

মুক্তিযুদ্ধের সময় ইস্টার্ন কমান্ডের চিফ অফ স্টাফ ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল জে এফ আর জ্যাকব। ১৯৭৮ সালে তিনি সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেন। "স্যারেন্ডার অ্যাট ঢাকা" গ্রন্থে নিজের সৈনিক জীবনের দিনগুলির পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের অনেক অজানা ঘটনা লিখেছেন। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন ভূমিকার কথা বিশদ লিখেছেন জ্যাকব। তাঁর বয়ান অনেকক্ষেত্রে প্রচলিত মতকে সমর্থন করেনি, "নতুনভাবে" মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চিন্তা করতে জ্যাকবের বইটি বাধ্য করবে। মূল বইটি ইংরেজিতে রচিত। বাংলায় অনুবাদ অনুবাদ করেছেন আনিসুর রহমান মাহমুদ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন জ্যাকব। সেই সময়ের সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণের স্মৃতিচারণ করতে ফিরে গিয়েছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণাঙ্গনে। ইরাক ও ইন্দোনেশিয়ায় যুদ্ধ করেছেন জ্যাকব। ইন্দোনেশিয়ার জনগণ প্রথমে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে তাদের সাহায্যকারী ভেবেছিল। কিন্তু পরে সেই ভুল ভাঙে। মূলত, ইন্দোনেশিয়াকে ওলন্দাজদের কাছে হস্তান্তর করতেই সেখানে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর আগমন। ইন্দোনেশিয়ানরা মুসলমান। তাই ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মুসলমান সদস্যরা তাদের ওপর নিপীড়ন চালাতে ইচ্ছুক ছিল না। তখন অন্যান্য রেজিমেন্টের সেনারা এগিয়ে আসে। স্থানীয়দের ব্যাপক প্রতিরোধের মুখে পড়ে তারা। ফলে নৃশংস দমন-পীড়ন চালানো হয় ইন্দোনেশিয়ানদের ওপর। সংক্ষেপে এই ঘটনা লিখেছেন জ্যাকব। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতেও চরম বর্ণবাদ ছিল। জ্যাকবের মতো একজন দেশি সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট কমান্ডের দায়িত্ব পাওয়াতে অনেকেই খুশি হয়নি।

'৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভারতে আসেন। দেওলালির আট্টিলারি স্কুলে তার পদায়ন হয়। সেখানকার প্রধান ছিলেন বিগ্রেডিয়ার ফ্রোয়েন। জনশ্রুতি আছে, এই ফ্রোয়েন সাহেব মরুভূমিতে যুদ্ধে জার্মানদের হাতে গ্রেফতার হন ও পরবর্তীতে জার্মানরা তাকে ছেড়ে দেয়। কেন ফ্রোয়েন জার্মানদের হাতে ধরা দিয়েছিলেন তা নিয়ে জেনারেল মন্টোগোমারি তাকে জিজ্ঞেস করলে ফ্রোয়েন উত্তর দেন,

"স্যার, যুদ্ধে এক পা উড়ে গেলে আপনিও ধরা পড়তেন।"

স্বাধীন ভারতে সেনাবাহিনীর আগেকার গৌরব বজায় থাকেনি। সেনাবাহিনীতে রাজনীতি প্রবেশ করে। নেহেরুর বন্ধু কৃষ্ণ মেননকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী করা হয়। মেনন ও নেহেরুর ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণেই কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বি এম কাউলকে ভারতের প্রথম সেনাপ্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয় বলে দাবি করেছেন জ্যাকব। উচ্চপর্যায়ে যোগাযোগ থাকার কারণে কাউল ছিলেন একগুঁয়ে ও ততোধিক অহঙ্কারী। ভারতীয় সেনাবাহিনীর উচ্চপর্যায়ে যথেষ্ট মনোমালিন্য ছিল। কাউল মানেকশকে শত্রু মনে করতেন। তাকে সরিয়ে দিতে তৎপর ছিলেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে এমন "অভ্যন্তরীণ রাজনীতি" কদর্যপনা আরও লক্ষণ জ্যাকবের বর্ণনায় পাব।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন নিজেও ছিলেন রগচটা স্বভাবের। সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের সাথে তার আচরণ ছিল অত্যন্ত শীতল। তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে ঘৃণা করতেন। কিন্তু ভারতীয় সেনাকর্মকর্তাদের সেখানে প্রশিক্ষণে পাঠাতে তার কোনো দ্বিমত ছিল না!

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম থেকেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের জন্য চাপ ছিল। তৎকালীন সেনাপ্রধান মানেক শ '৭১-এর এপ্রিল মাসেই ইস্টার্ন কমান্ডকে জানিয়েছিলেন, সরকার চাইছে ইস্টার্ন কমান্ড বাংলাদেশের প্রবেশ করুক। অর্থাৎ যুদ্ধের প্রথমেই এটা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল ভারত সরাসরি সহায়তা করবে। কিন্তু জ্যাকব এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। কেননা মাউন্টেন বিগ্রেড ছাড়া আর কোনো বাহিনী তখন বাংলাদেশের কাছাকাছি

ছিল না। এই সামান্য সৈন্যবল নিয়ে আক্রমণ করতে যাওয়া হতো আত্মঘাতী। তখন জেনারেল মানেক শ জানতে চাইলেন তারা কবে নাগাদ আক্রমণের জন্য তৈরি হতে পারবেন। জ্যাকব উত্তর দিলেন,

"আমাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণ উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম দেওয়া হলে ১৫ নভেম্বরের মধ্যে আমরা তৈরি হতে পারব।"

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ-ভারত যৌথবাহিনী আক্রমণ শুরু করে ২১ নভেম্বর থেকে।

এদিকে পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাভূত করতে বিএসএফের প্রধান রুস্তমজি ও আঞ্চলিক প্রধান গোলক মজুমদার অনেক বেশি উৎসাহী ছিলেন। একটি মিটিংয়ে তারা জ্যাকবকে উত্তেজিত হয়ে জানায়, ইস্টার্ন কমান্ড পাকিস্তানিদের তাড়াতে রাজি না হওয়ায় বিএসএফ আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও আগামী দু'তিন সপ্তাহের মধ্যে বিএসএফ ঢাকা দখল করবে এবং সেখানে প্যারেড করবে। এই মিটিংয়ের পরের ঘটনা জ্যাকবের ভাষায়,

"বিএসএফের ছয় সদস্যকে বন্দি করা হয় এবং পাকিস্তানিরা পরবর্তীতে তাদেরকে ঢাকায় প্যারেড করায়।"

তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত প্রবাসী সরকারের ইচ্ছে ছিল মুজিবনগরে তারা সংসদ অধিবেশন করবেন। কিন্তু পর্যাপ্ত সাংসদের উপস্থিতি না থাকা ও নিরাপত্তার কারণে জ্যাকব তাদেরকে জেনারেল দ্য গলের মতো অস্থায়ী সরকার গঠনের পরামর্শ দেন। এটি নিঃসন্দেহে একটি ভালো পরামর্শ। কিন্তু এই ঘটনা থেকে ভারতের সেনাবাহিনীর উচ্চপর্যায়ের দ্বন্দ্বের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইন্দিরা গান্ধি প্রবাসী সরকার গঠনের পরামর্শের জন্য জ্যাকবের প্রশংসা করেন। তাতে সেনাপ্রধান মানেক শ জ্যাকবের কৈফিয়ত তলব করেন, কেন তাকে না জানিয়ে এই পরামর্শ দেওয়া হলো। এদিকে ইস্টার্ন কমান্ডে জ্যাকবের বস ছিলেন অরোরা। তিনিও ক্ষেপে যান। কারণ তাকেও অন্ধকারে রেখে জ্যাকব এই কাজটি করেছিলেন। মোটকথা, ক্রেডিট নেওয়ার জন্য সবাই উন্মুক্ত ছিলেন। তাই সমন্বয়হীনতা দেখা দিয়েছিল। পেশাগত ঈর্ষাপরায়ণতার নজিরের ঘটনা আরও ঘটেছিল।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে পাকিস্তানের আধুনিক ম্যাপ ছিল না। পঞ্চাশ বছরের পুরোনো এক মানচিত্রের সহায়তা নিয়ে আক্রমণ পরিকল্পনা করা এককথায় বাতুলতা। তখন মুক্তিবাহিনীর মাধ্যমে মানচিত্রসংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।

ঠিক কোন পদ্ধতিতে আক্রমণ করা হবে তা নিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বিভক্তি দেখা দেয়। অন্তত জ্যাকবের বয়ানকে সত্য ধরলে তাই মনে হবে। মানেক শ ও অরোরা খুলনা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বড় শহর দখল করলেই ঢাকা অচল করে দেওয়া যাবে - এমন রণনীতিতে আগাতে চাইছিলেন। দু'জনই বলেছিলেন,

"ঢাকার তেমন গুরুত্ব নেই। ঢাকা দখলের জন্য কোনো বাহিনী বরাদ্দ দেওয়া হবে না।"

কিন্তু জ্যাকব মনে করতেন ঢাকা দখলকে সামনে রেখে পরিকল্পনা করতে হবে। নতুবা জয় থেকে যাবে অধরা। জয়ের প্রসঙ্গে মনে পড়লো, আদৌ বিজয় সুনিশ্চিত ছিল কিনা তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছিল। যুদ্ধ বিরতি হবে - এই সিদ্ধান্তকে মাথায় রেখে যতবেশি সম্ভব ভূমি জয় করাকে প্রধান লক্ষ্য বলে প্রতীয়মান হয়। তাহলে যুদ্ধ বিরতি হলে বেশি সংখ্যক এলাকায় প্রবাসী সরকারের কর্তৃত্ব স্থাপন করা যাবে। তখনো নিয়মিত বাহিনীর চাইতে গেরিলা হামলাকে বেশি কার্যকরী মনে করা হচ্ছিল। এর একটা কারণ হতে পারে এই যুদ্ধে দ্রুত জয় নিশ্চিত নয় তাই নিয়মিত বাহিনীর চাইতে গেরিলা হামলাকে যৌক্তিক মনে করা হয়।

ঢাকা দখলের পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়ন নিয়ে জেনারেলদের মধ্যে মতানৈক্য হয়। মেজর জেনারেল পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের মিটিংয়ে ডেকে মানেক শ ভৎসনা করেন। এই মিটিংয়ে সেনাপ্রধানের আচরণকে

জ্যাকব "স্কুলের হেডমাস্টারসুলভ আচরণ" হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

বাংলাদেশকে নিয়ে আন্তর্জাতিক ফ্রন্টে আলাদা সমর চলছিল। কূটনৈতিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র জানিয়ে দিয়েছিল ভারতকে তারা সহায়তা করবে না। সোভিয়েট ভেটো দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে আর ভেটো দেবে না এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং ভারতকে যা করার তাড়াতাড়ি করতে তাগিদ দিচ্ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে নিয়ে আক্রমণ করতে ভারতের অনেক সেনাবল প্রয়োজন। কিন্তু চীন সীমান্ত থেকে সেনা সরিয়ে আনার ঝুঁকি দেশটি নেবে কিনা তা নিয়ে সেনাবাহিনী একমত হতে পারছিল না। মোটকথা, শেষের দিকে মুক্তিযুদ্ধ জটিল থেকে জটিলতর পরিস্থিতির আবর্তে জড়িয়ে যাচ্ছিল।

তিরানব্বই হাজারের মতো বিশাল বাহিনী নিয়ে নিয়াজি যুদ্ধ না করে কেন আত্মসমর্পণ করলেন তা একটি কৌতূহল বটে। জ্যাকব এর উত্তর দিয়েছেন,

" তার ধারণা হয়েছিল শহর-রক্ষার মতো শক্তি তার নেই। চাঁদপুরের পতন হবার পরেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এই যুদ্ধে তার পতন অবশ্যস্বাভাবিক। "

জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী নিয়াজিসহ পাকিস্তানি সেনাদের নিরাপত্তার পুরো দায়িত্ব নিয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। বাংলাদেশ তথা মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো ভূমিকা সেখানে ছিল না। সামান্য এসকর্টসহ নিয়াজিকে নিয়ে জ্যাকব যখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যাচ্ছিলেন, তখন মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল তাদেরকে থামায়। জ্যাকবের কাছে তারা নিয়াজিকে ফেরত চায়। জ্যাকব তাদেরকে জানিয়ে দেন, পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করেছে এবং পাকিস্তানিদের প্রতি কোনো প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা যেন না নেওয়া হয় তা তিনি নিশ্চিত করবেন। মোদ্দাকথা, মুক্তিযোদ্ধাদের আর কোনো ভূমিকাই রইল না।

চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার ও বাংলাদেশের রেলপথ, জলপথে ট্রানজিট সুবিধা ভারত আজকে চাইছে না। মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই এদিকে তাদের নজর। জ্যাকবের ভাষায়,

" স্যারেন্ডারের অল্প কয়েকদিন পরে কলকাতা এয়ারপোর্টের ভিআইপি লাউঞ্জে ধরের (দুর্গাপ্রসাদ ধর, ইন্দিরা গান্ধির উপদেষ্টা) সাথে আমরা দেখা হয়। আমি তাকে পরামর্শ দিই যে, এই সময়ে বাংলাদেশ সরকারের সাথে একটি চুক্তি হওয়া প্রয়োজন, যাতে তিনটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে: সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, রাষ্ট্রসীমানার যৌক্তিকতা নির্ধারণ এবং চট্টগ্রাম বন্দরসহ রেল ও অভ্যন্তরীণ জলপথে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ট্রানজিট ব্যবহারের অধিকার। "

জ্যাকবের দাবিগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক। বাংলাদেশ কোনো ধর্মতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে স্বাধীন হয়নি। সংখ্যালঘুত্বের নিরাপত্তার প্রশ্ন কেন তখন এলো? জ্যাকব হিন্দু নন। ইহুদি। তবু অযাচিতভাবে এই দাবির কারণ কী? পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সীমানা পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা দ্বারাই নির্ধারিত হবে। এ নিয়ে আলাদা চুক্তির প্রয়োজন হবে কেন? অবশ্য বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি অনুযায়ী ভারতের দাবিকৃত সীমানা তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের প্রাপ্য এলাকা বুঝে পেতে দুই যুগেরও বেশি সময় লেগেছে। ট্রানজিট অত্যন্ত স্পর্শকতার ইস্যু। সদ্যস্বাধীন দেশের সরকার ঠিকমতো থিতু হওয়ার পূর্বেই এমন দাবি আদায় করে নিতে চাওয়ার কারণ কী? কারণ হতে পারে স্বাভাবিক অবস্থায় বাংলাদেশ তার বন্দর, জলপথ ও রেলপথ ভারতকে ব্যবহার করতে দিতে অন্তত সত্তর সত্তর রাজি হবে না।

মুক্তিযুদ্ধের পর ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানিদের ফেলা যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র ও বেসামরিক জনগণের বাড়িও লুট করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। জ্যাকবের কাছে মানেক শ এর ব্যাখ্যা চান। জ্যাকবের দাবি, ভারতীয় সেনাবাহিনী এসব কিছুই করেনি। এগুলো স্রেফ গুজব।

বঙ্গবন্ধু ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ফেরত নিতে ইন্দিরা গান্ধিকে অনুরোধ করেন এবং এই অনুরোধের প্রক্ষিপ্তে স্বল্পতম সময়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করে - মোটামুটি এই হলো বঙ্গবন্ধুর পক্ষের লোকজনের বয়ান। কিন্তু জ্যাকব লিখেছেন,

" ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে শেখ মুজিব প্রত্যাবর্তন করেন। ভারতীয় সৈন্যদেরকে আরো তিনি আরো কিছুদিন বাংলাদেশে রেখে দেবার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। "

জ্যাকবের দাবি সত্য হলে বঙ্গবন্ধুর পক্ষের গুণীজনের দাবি টেকে না। বরং বিপরীত দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বরণযোগ্য, জ্যাকবের বইটি '৯৬ সালে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয় ও বাংলায় ইউপিএল বইটি বের করে '৯৭ সালে। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ট্রানজিট ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যাবর্তনের জ্যাকবের দাবি নিয়ে কোনো প্রতিবাদ জানায়নি কিংবা উচ্চবাচ্য করেনি (সূত্রঃ শান্তি চুক্তি ও নির্বাচিত প্রবন্ধ, আহমদ ছফা)। তাহলে কোনটি সত্য বলে আমরা ধরে নেব?

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে জ্যাকবের বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার এই বই পড়লে ভারতের ভূমিকা একটি বিশদ বিবরণ জানা যায়।